BANGLA

ছোট্ট পেঁচি

মাইক থেলর
ছবি কনক শশী

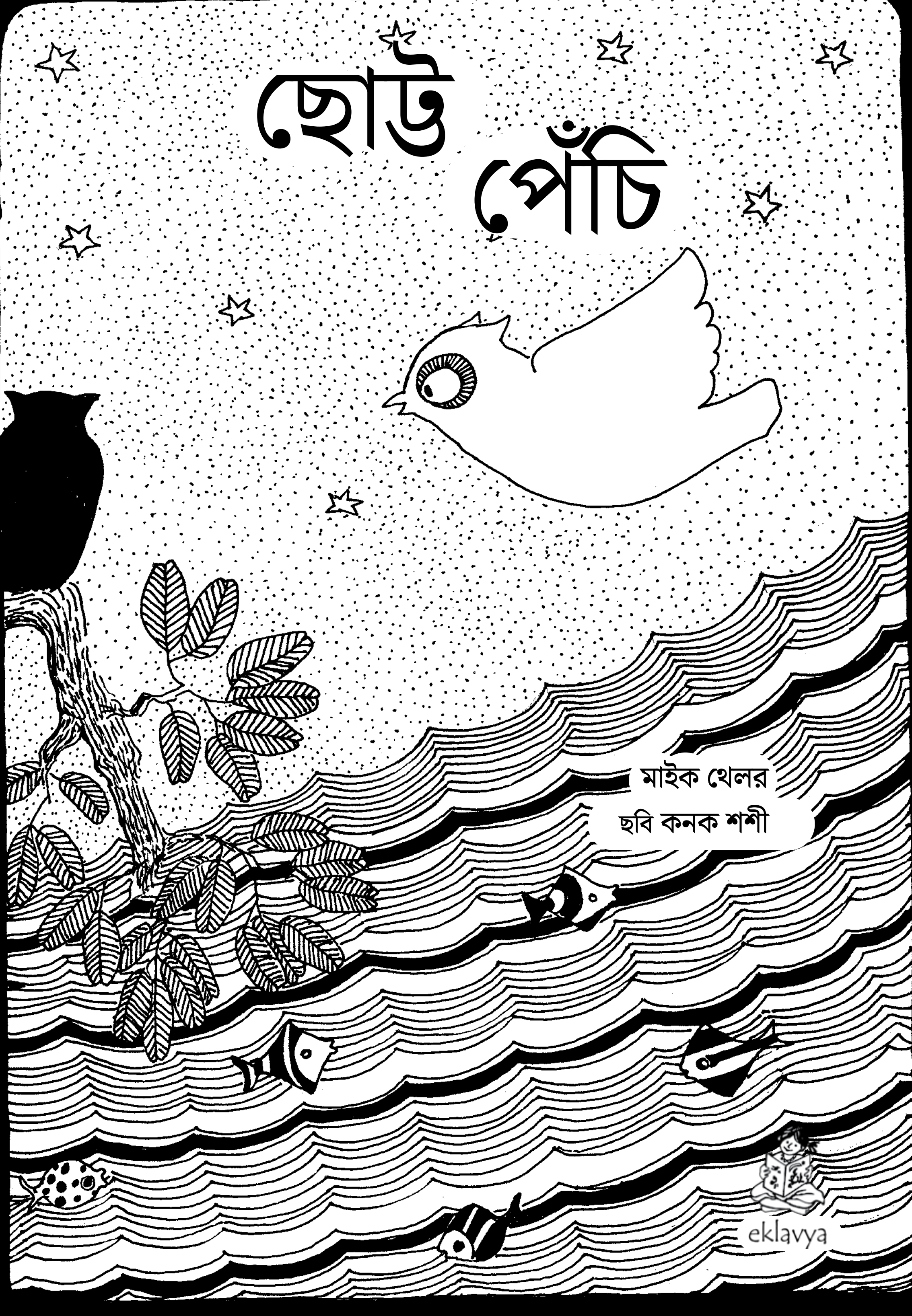

eklavya

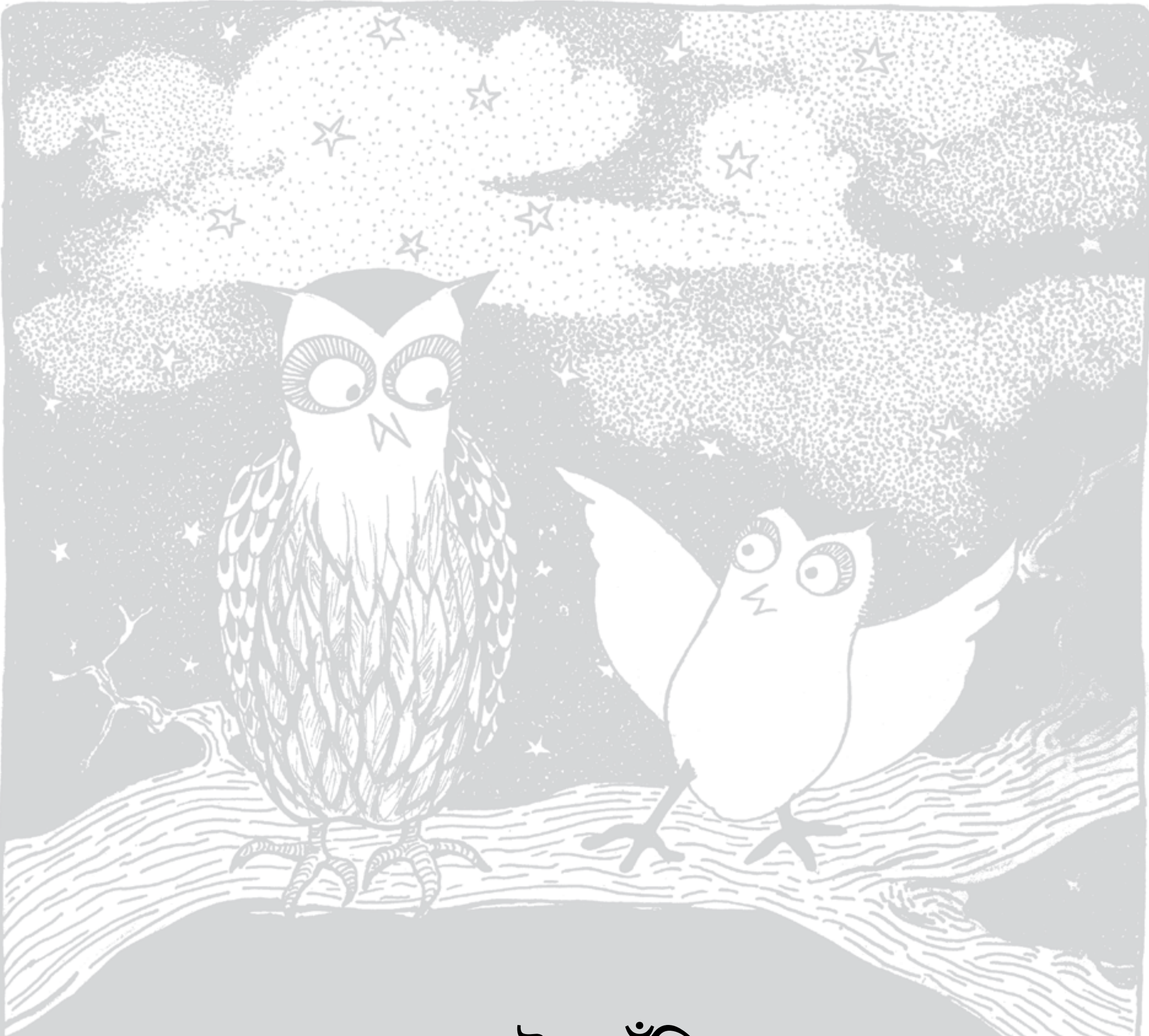

ছোট্ট পেঁচি

মাইক থেলর
অনুবাদ শুদ্ধ ব্যানার্জী
ছবি কনক শশী

eklavya

ছোট্ট পেঁচি

CHHOTTO PENCHI

কাহিনী: মাইক থেলর
অনুবাদ: শুদ্ধ ব্যানার্জী
ছবি: কনক শশী
সম্পাদনা ও সংযোজনা: ভাবুক ফাউন্ডেশন

'छुटकी उल्ली' গল্পের বাংলা অনুবাদ যা হিন্দিতে একলব্য দ্বারা প্রকাশিত।

একলব্য ফাউন্ডেশন, মে 2026

এই বইটি ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের অ্যাট্রিবিউশন-নন-কমার্শিয়াল-নো ডেরিভেটিভস 4.0 ইন্টারন্যাশনাল (CC BY-NC-ND) এর অধীনে পড়ে। এর সম্পূর্ণ বিবরণ নীচের লিঙ্ক-এ পাওয়া যাবে - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ লেখক-চিত্রশিল্পী এবং প্রকাশকের তথ্যসহ অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোনো পরিবর্তন ছাড়া বাংলা বইটির লেখা ও ছবি কপি এবং বিতরণ করা যাবে। অন্য কোনো অনুমতির জন্য, প্রকাশকে সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে।

প্রথম সংস্করণ: মে 2026
কাগজ: 100 gsm ম্যাপলিথ ও 220 gsm পেপার বোর্ড (প্রচ্ছদ)
ISBN: 978-93-7612-577-7
মুল্য: ₹ 25.00

টাটা ট্রাস্টস-এর 'পরাগ ইনিশিয়েটিভ'-এর (Parag initiative of Tata Trusts) আর্থিক সহায়তায় নির্মিত।

প্রকাশক
একলব্য ফাউন্ডেশন (Eklavya Foundation)
জামনালাল বাজাজ পরিসর, জাটখেড়ী,
ভোপাল – 462026 (মপ্র)
ফোন: +91 755 297 7770-71-72
www.eklavya.in

সম্পাদনা
ভাবুক ফাউন্ডেশন (Bhabook Foundation)
কৃষ্টি নেস্ট, ৩য় তল, ফ্ল্যাট নং – 302, কালিপার্ক,
রাজারহাট, 24 পরগনা (উ), পশ্চিমবঙ্গ,
কলকাতা – 700136
ফোন: +91 99039 05510
bhabook.f@gmail.com

প্রেস: আর কে সেকিউপ্রিন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ভোপাল; ফোন: +91 755 268 7589

ছোট্ট পেঁচির বয়স হলো দুবছর আর তাই তার প্রশ্ন করার পালা শুরু হলো।

“আকাশে কতগুলো তারা আছে?” পেঁচি এক রাতে তার মা’কে প্রশ্ন করে। মা জবাব দেয়, “অনেক।” আকাশের দিকে তাকিয়ে পেঁচি আবার জিগ্যেস করে, “কতগুলো?” মা হেসে বলে, “তুমি নিজেই গুনে নাও।” “এক, দুই, তিন, চার...”

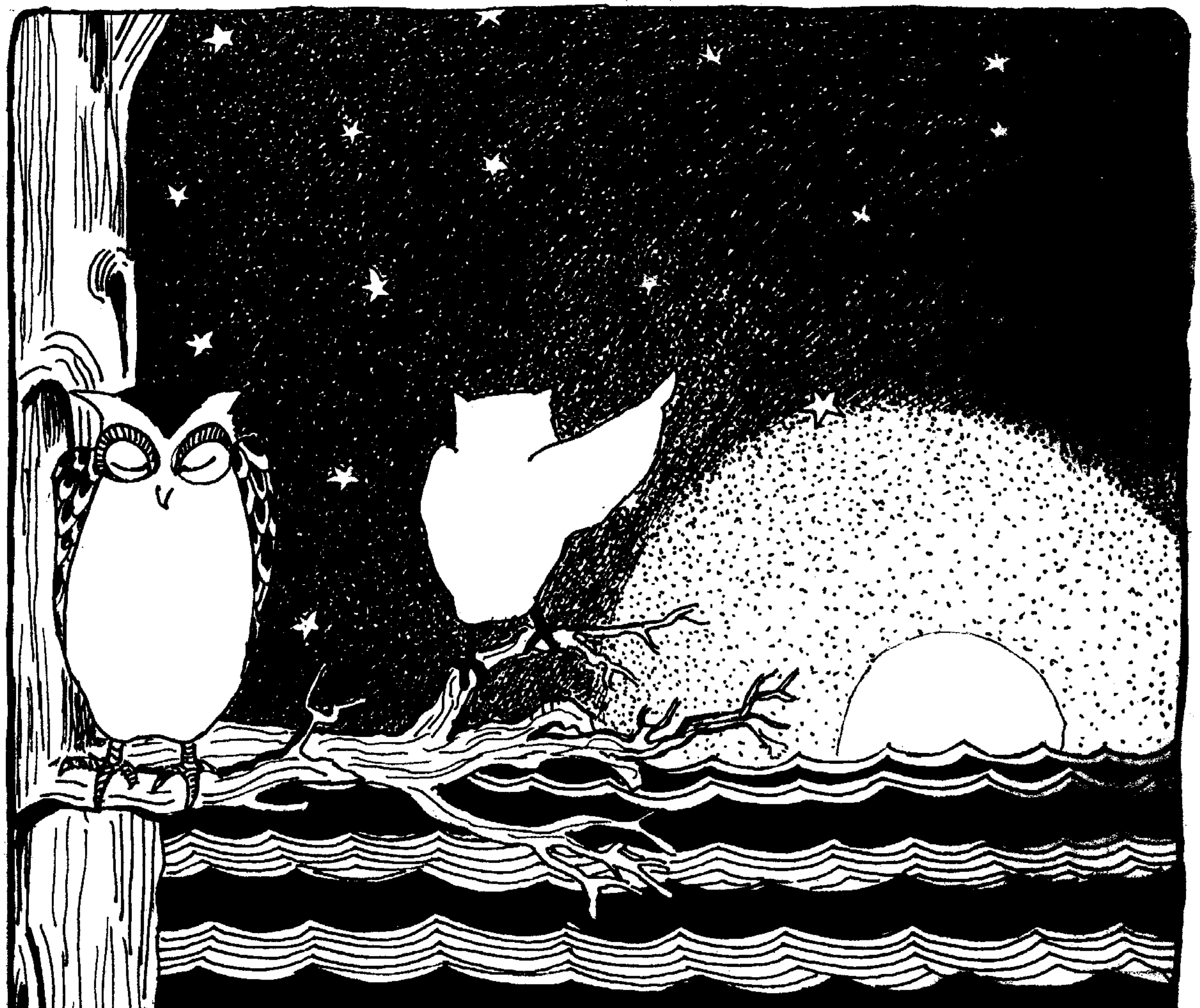

"একশো এক,
একশো দুই, একশো
তিন, একশো চার..."

গুনতে গুনতে সূর্য উঠে গেলো।
পেঁচি তখনও গুনে চলেছে, "এক
হাজার এক, এক হাজার দুই..."

“কত তারা আছে আকাশে?” মা জানতে চায়।

“এত বেশি তারা যে আমি গুনে শেষ করতে পারছিনা,” ঘুম চোখে পেঁচি জবাব দেয়।

তারপর ডানার মধ্যে নিজের মাথা ঢুকিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরের দিন পেঁচি আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে জানতে চায়, “আকাশ কত উঁচু?” মা বলে, “অনেক উঁচু।” পেঁচি আবার জানতে চায়, “কত উঁচু?”

মা বলে, “নিজে গিয়ে দেখে এসো”

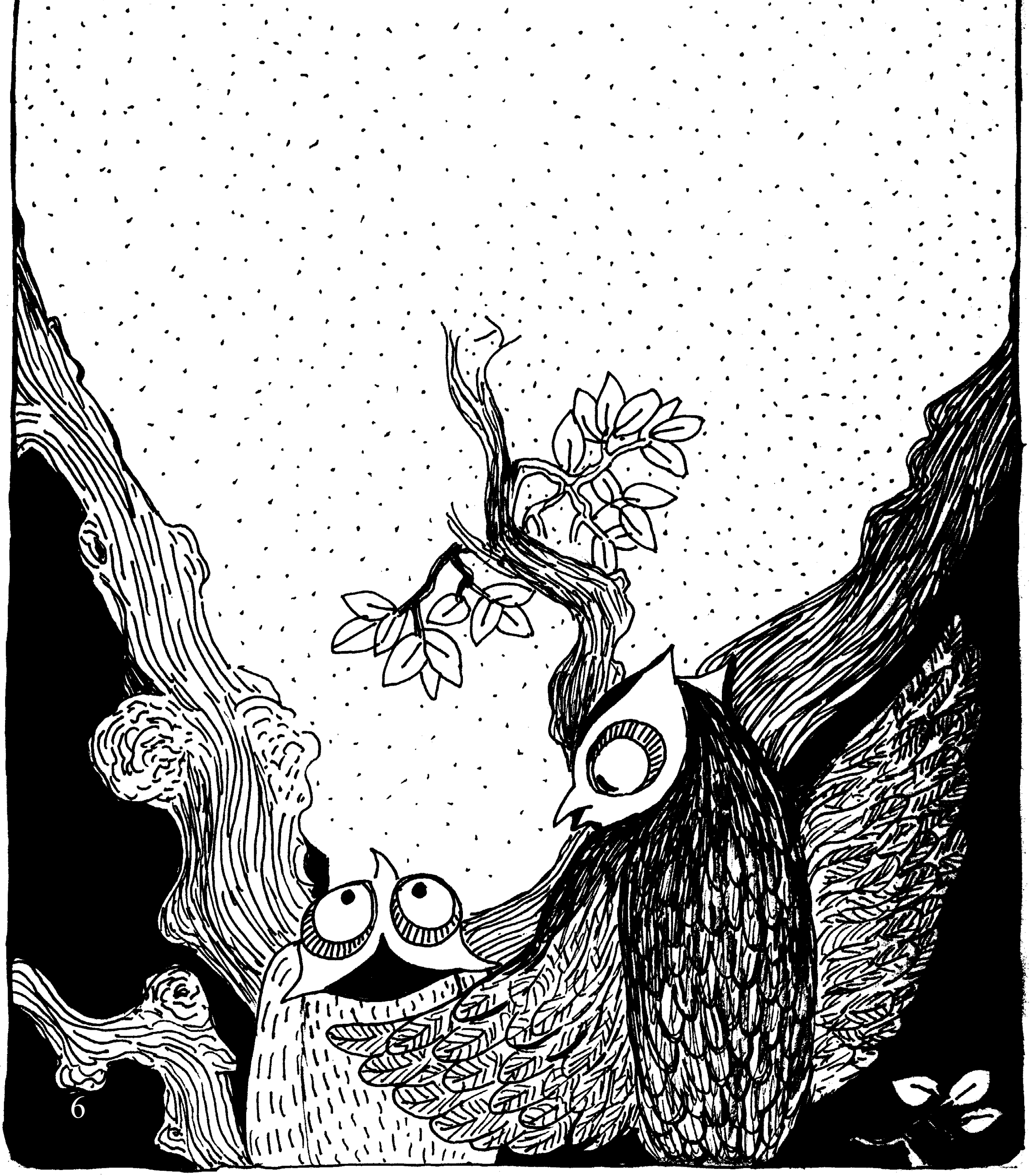

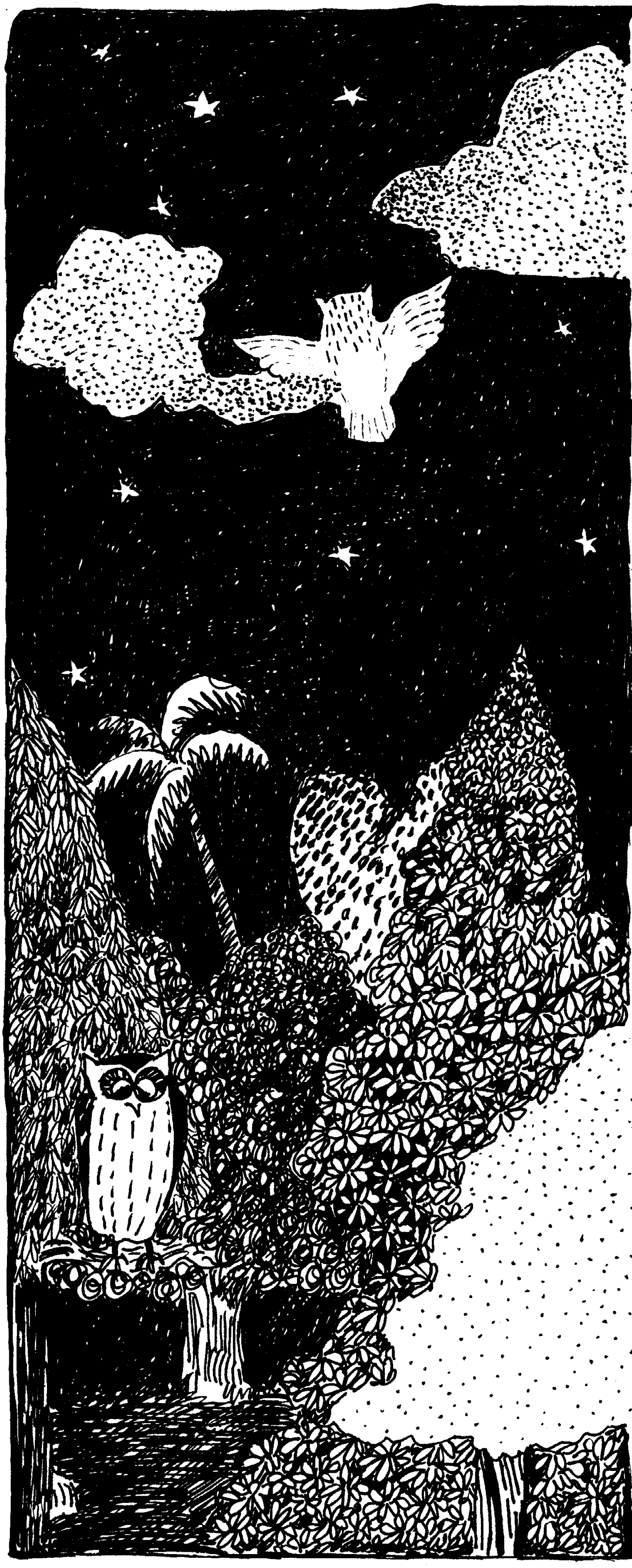

তাই ছোট্ট পেঁচি উড়তে উড়তে চললো আকাশের দিকে, ওর বাসা যে গাছে ছিল তার থেকে অনেক অনেক উঁচুতে সে উড়ে চললো।

উড়তে উড়তে মেঘের দেশে পৌঁছে গেলো। তখন ছোট্ট পেঁচি আরও জোরে জোরে ডানা নাড়াতে লাগলো। সে মেঘ ছাড়িয়ে আরও উপরে উড়ে গেলো।

কিন্তু সে যত উপরে উঠতে লাগলো আকাশ আরও উপরে উঠে যেতে লাগলো। ক্লান্ত হয়ে সকাল বেলায় সে যখন নিজের বাসায় ফিরে এলো তখন মা জানতে চাইলো, "আকাশ তবে কতটা উঁচু?"

"এত উঁচু যে আমি উড়ে উড়ে সেখানে পৌছতে পারবো না," পেঁচি এই কথা বলে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের রাতে ছোট্ট পেঁচি সাগরের ঢেউ দেখে মা'কে প্রশ্ন করলো, "সাগরে কত ঢেউ আছে?"

মা বললো, "অনেক।"

ছোট্ট পেঁচি বললো, "কতগুলো?"

মা বললো, "যাও নিজে গিয়ে গুনে নাও।"

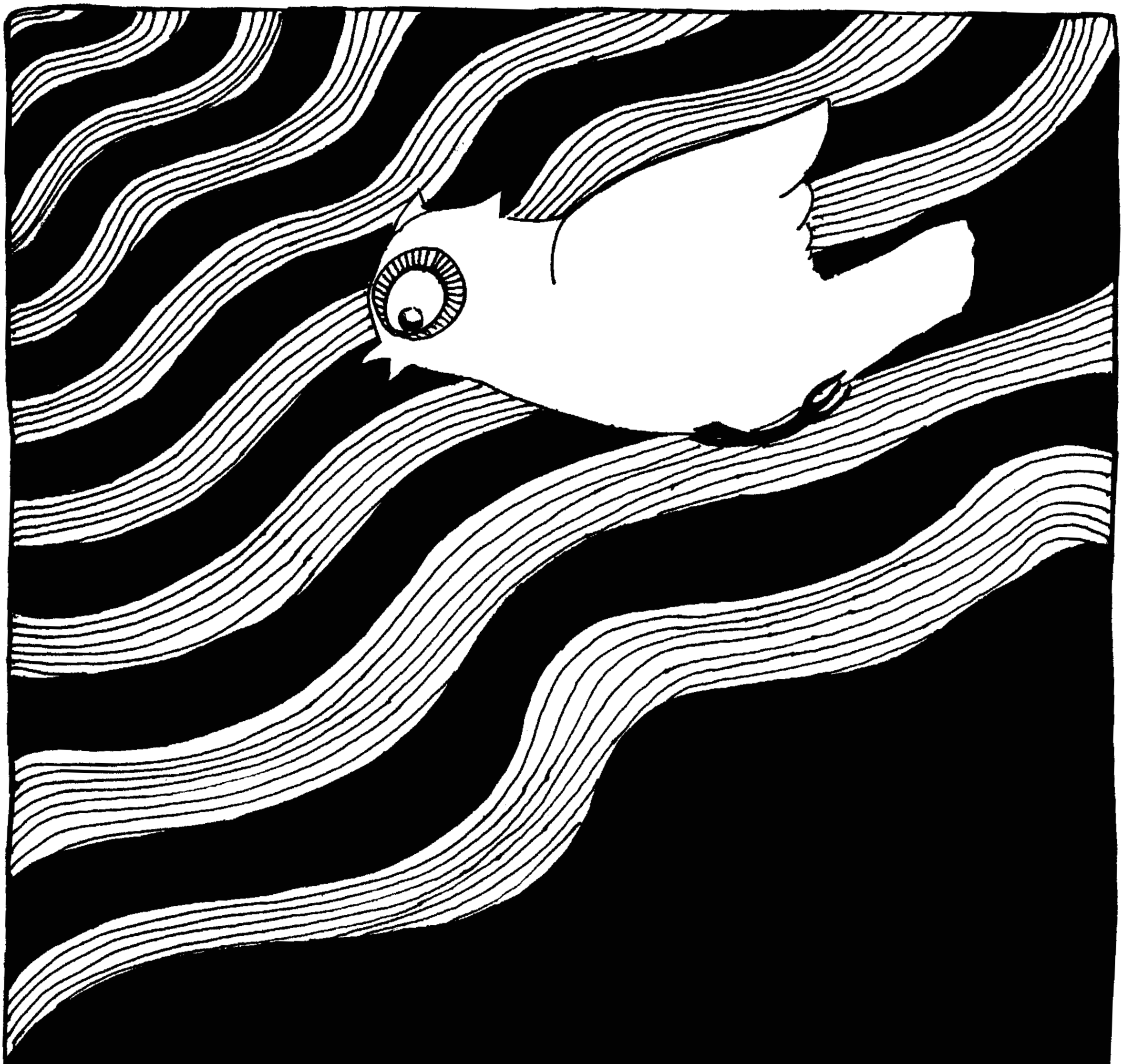

ছোট্ট পেঁচি উড়ে গেলো সাগরতীরে। আর ঢেউ গুনতে শুরু করলো। “এক, দুই, তিন, চার...” কিন্তু সে যত ঢেউ গোনে আরও বেশি ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ে। “এক হাজার এক, এক হাজার দুই ...” আর এভাবে যখন সূর্যোদয় হলো তখনও সাগরে অগুন্তি ঢেউয়ের ভিড় জমেছিল।

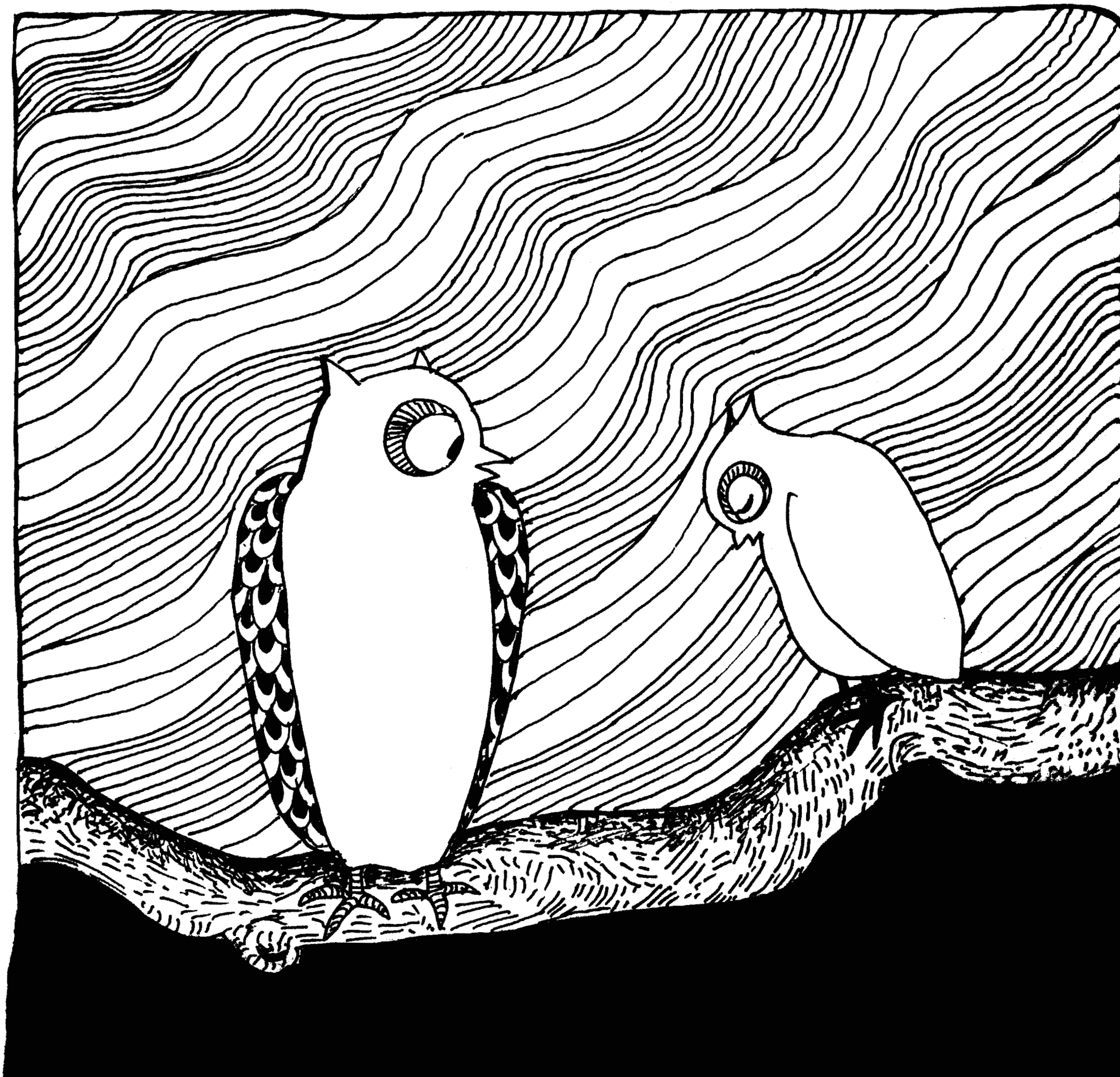

ছোট্ট পেঁচির খুব ঘুম পাচ্ছিল তাই সে বাড়ি ফিরে এলো। মা জিগ্যেস করল, “সমুদ্রে কত ঢেউ?” চোখ পিটপিট করে ছোট্ট পেঁচি বললো, “এত ঢেউ যা আমি গুনে শেষ করতে পারবো না।”

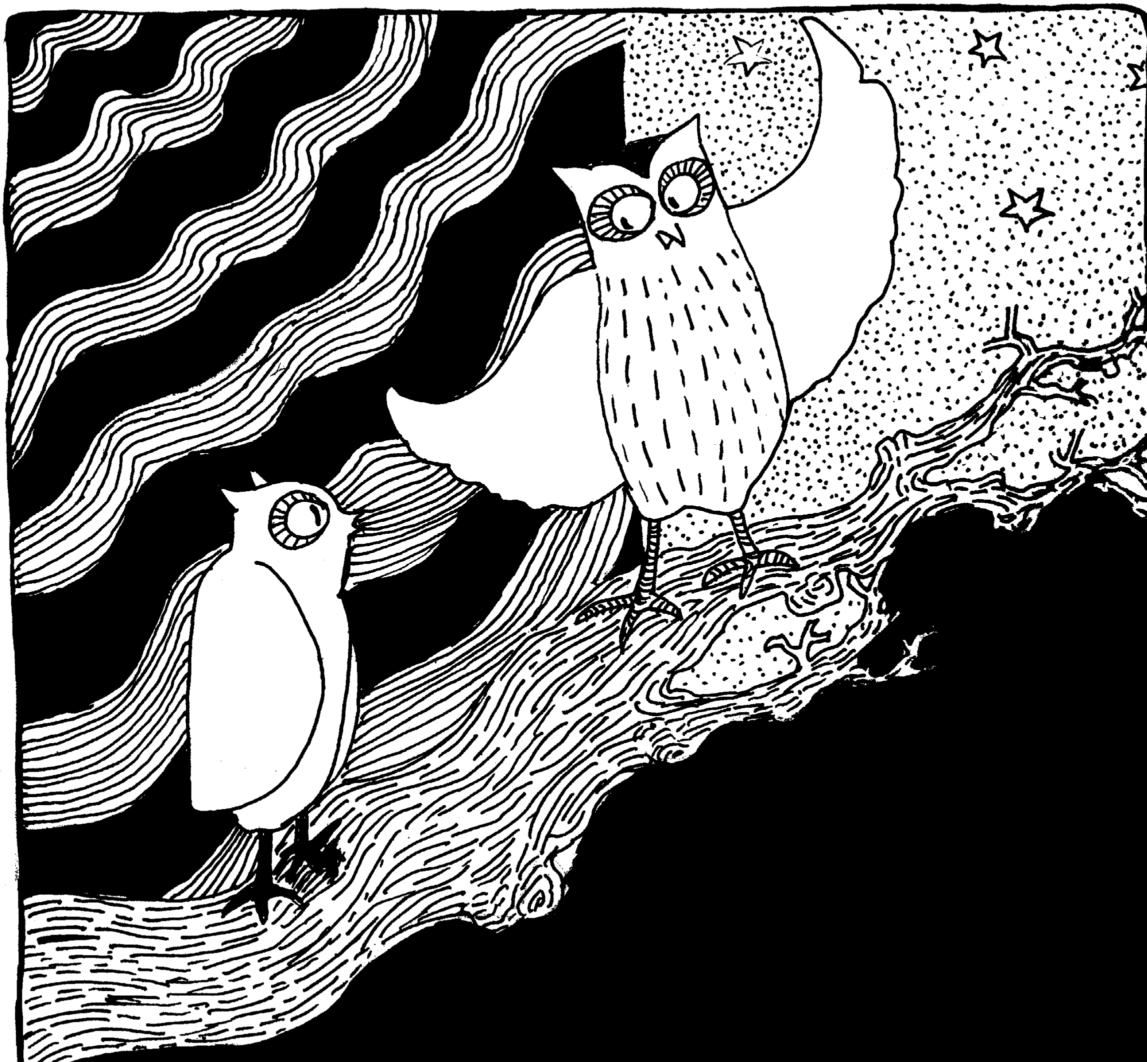

পরের রাতে ছোট্ট পেঁচি প্রশ্ন করলো, "সমুদ্র কত গভীর?"

মা বললো, "অনেক।"

পেঁচি বলে, "কত?"

মা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, "আকাশ যত উঁচু সমুদ্র প্রায় ঠিক ততটা গভীর।"

সারা রাত ছোট্ট পেঁচি আকাশ আর তারার ব্যাপারে, সাগর আর ঢেউয়ের ব্যাপারে ভাবতে লাগলো। মায়ের কাছে ও যা যা শিখলো সে সবের ব্যাপারে ভাবতে লাগলো।

পরের দিন সূর্য উঠতেই ছোট্ট পেঁচি মায়ের কাছে এসে কোল ঘেঁসে বললো, “মা, আমি তোমায় খুব ভালবাসি।”

“কতটা?” মা জানতে চায় - “অনেক?”

ছোট্ট পেঁচি একমুহূর্ত চুপ থেকে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললো, “আকাশ যতটা উঁচু, সমুদ্র যতটা গভীর আমি তোমায় ততটা ভালবাসি।”

মা তাকে দুইডানা দিয়ে ঢেকে নিলো। পেঁচি বললো, “তুমি কতবার আমাকে জড়িয়ে ধরবে?”

মা বললো, “অনেকবার।”

“কতবার?”

“যত তারা আছে এই আকশে, যত ঢেউ আছে ওই সাগরে, ততবার...”

একলব্য

একলব্য একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যা বহু বছর ধরে শিক্ষা ও জনবিজ্ঞান বিষয় সক্রিয় ভাবে কাজ করছে। একলব্যের কার্যকলাপ স্কুল এবং স্কুলের বাইরেও বিস্তৃত।

এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য এমন শিক্ষার বিকাশ ঘটানো, যা শিশুদের পরিবেশ ও প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত এবং যা খেলাধূলা, শিল্পবোধ এবং সৃজনশীলতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরেও সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের সুযোগ পায় এবং বাড়িতেও সেই সৃজনশীলতার অনুশীলন অব্যাহত থাকে। বই এবং ম্যাগাজিন এই ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

গত কয়েক বছরে, একলব্য প্রকাশনার ক্ষেত্রেও নিজেকে বিস্তৃত করেছে। শিশুদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকা ‘চকমক’ ছাড়াও, আমরা ‘স্রোত’ (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক) এবং ‘শৈক্ষণিক সন্দর্ভ’ (শিক্ষামূলক ম্যাগাজিন) নিয়মিতভাবে প্রকাশ করি। শিক্ষা, জনবিজ্ঞান এবং শিশুদের সৃজনশীল কাজের পাশাপাশি একলব্য উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন বই, পুস্তিকা এবং শিক্ষামূলক উপকরণ তৈরি ও প্রকাশ করে থাকে।

বর্তমানে একলব্য মধ্যপ্রদেশের ভোপাল, হোসেঙ্গাবাদ, পিপারিয়া, ইন্দোর এবং শাহপুর (বেতুল) এর বিভিন্ন অফিসের মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করছে। আমাদের প্রকাশনার বিষয়বস্তু ও নকশা সম্পর্কে আপনার পরামর্শ জানাতে অনুরোধ করি। আপনাদের মতামত আমাদের আগামী বইগুলোকে আরও আকর্ষণীয়, উপভোগ্য এবং কার্যকরী করে তুলতে সহায়ক হবে।

যোগাযোগ: books@eklavya.in একলব্য ফাউন্ডেশন ফরচুন কস্তুরী জাটখেড়ির কাছে, ভোপাল- 462 026 (এমপি)

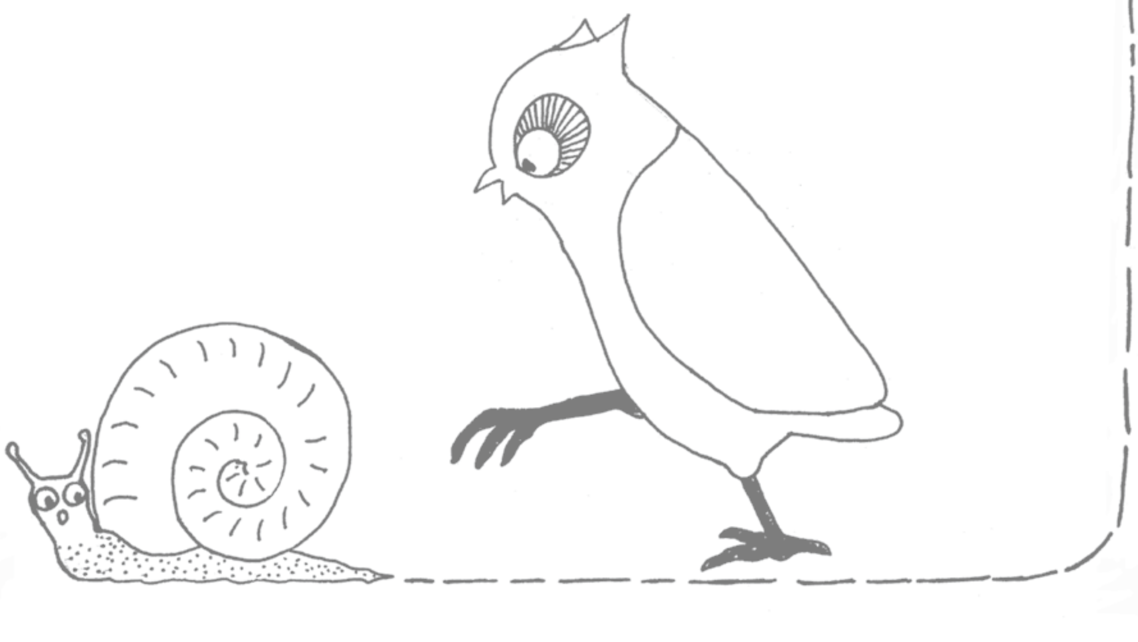

চিত্রকাহিনীর পক্ষে...

৩ থেকে ৭ বছর বয়সী শিশুদের জন্য সবচেয়ে ভালো গল্প সেগুলো, যেগুলো খুব বেশি জটিল নয়, বরং কয়েকটি পরিচিত বিষয়কে ঘিরে সেই গল্প বোনা হয়। এই বয়সের শিশুদের জন্য তৈরি চিত্রকাহিনীতে নতুন নতুন বিষয় ও প্রশ্ন উঠে আসতে পারে, কিন্তু সেখানে চরিত্রের সংখ্যা কম থাকাই ভালো।

গল্পে কিছু কথা বারবার আসতে বলা যেতে পারে, যাতে শিশুরা সহজে তা বুঝতে পারে। আবার কিছু নতুন ঘটনা ধীরে ধীরে উপথাপিত হতে পারে, যাতে তাদের কৌতূহলও বজায় থাকে। বই-এ বাক্য যেন খুব বেশি না হয়। আর যে ভাষা ও বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে তা যেন সহজ ও পরিচিত শব্দে লেখা হয়।

ছবির ব্যবহার সেখানে বেশি থাকবে। কিন্তু শুধু বেশি হলেই হবে না, ছবির সূক্ষ্ম দিকগুলোর প্রতিও যত্ন থাকতে হবে। কারণ ছবিগুলোই গল্পকে আরও জীবন্ত করে তোলে এবং শিশুদের চোখ ও মনকে আকর্ষিত করার ও ভাবার জায়গা দেয়।

যারা নতুন করে পড়তে শিখছে, তাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হল...

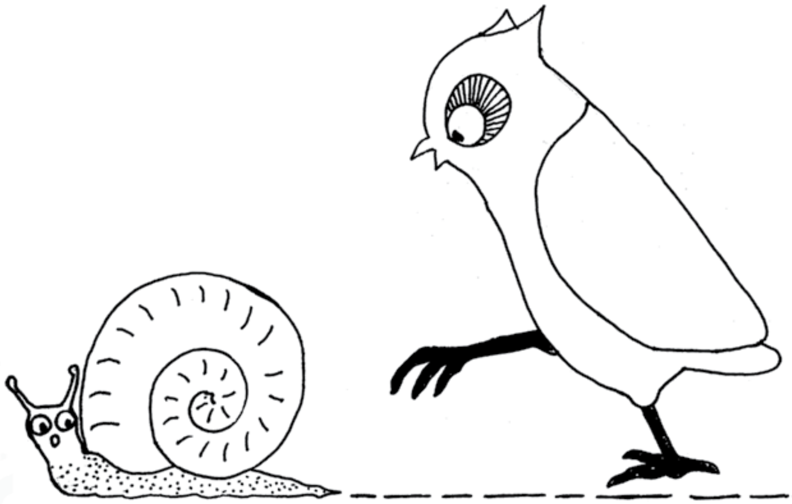

দাম: ₹ 25.00

parag
AN INITIATIVE OF TATA TRUSTS

eklavya

9789376125777